[২০১৯] ২ এস. সি. আর. ৪৭৭

ফরেচ ইন্ডিয়া লিমিটেড

বনাম

এডিলওয়াইস অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড

(২০১৮ সালের ৮১৮ নং দেওয়ানি আপিল)

২২শে জানুয়ারি, ২০১৯

[বিচারপতিদ্বয়, আর. এফ. নারিমান এবং নবীন সিনহা]

দেউলিয়া এবং ঋণখেলাপি বিধি, ২০১৬ – ধারা ৭, ৯, ১১, ২৩৮, ২৫৫ এবং একাদশ তফসিল – ৭ ও ৯ ধারার অধীনে পরিচালিত কার্যাবলি উচ্চ আদালতে বিচারাধীন অবসায়ন প্রক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল কি না – পাওনা পরিশোধে অক্ষমতার অভিযোগ তুলে ২ নম্বর প্রতিবাদী-কোম্পানির বিরুদ্ধে আপিলকারী কর্তৃক উচ্চ আদালতে অবসায়ন পিটিশন দাখিল – একই কর্পোরেট ঋণীপক্ষের আর্থিক ঋণদাতা ১ নম্বর প্রতিবাদী কর্তৃক ২০১৬ বিধির ৭ ধারার অধীনে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনালে (এনসিএলটি) দেউলিয়া আবেদন দাখিল – আবেদন গ্রহণ – আদেশের বিরুদ্ধে আপিলকারীর আপিল পেশ – আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক খারিজ – আপিলকারীর যুক্তি ছিল যে, ১৯৫৯ বিধিমালার ২৬ নম্বর বিধি অনুযায়ী বিধিমালা প্রবর্তনের অনেক পূর্বেই নোটিশ প্রদান করা হয়েছিল, তাই অবসায়ন পিটিশনটি চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত এবং বিধির অধীনে অন্য ঋণদাতাদের আবেদনের ভিত্তিতে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা উচিত নয় – রায়: যখন এই বিধিটি প্রণীত হয়েছিল, তখন শুধুমাত্র সেই অবসায়ন পিটিশনগুলো ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরের কথা ছিল যেখানে ১৯৫৯ বিধিমালার ২৬ নম্বর বিধি অনুযায়ী কোনো নোটিশ জারি করা হয়নি – তবে, বিধিটি কার্যকর করার সময় সরকার উপলব্ধি করে যে উচ্চ আদালত এবং বিধিবদ্ধ বিচার কর্তৃপক্ষের সমান্তরাল কার্যক্রম বিধির মূল লক্ষ্যকে ব্যাহত করবে, যা হলো লোকসানে থাকা কর্পোরেট ঋণীপক্ষকে পুনরুজ্জীবিত করা – সেই অনুযায়ী, নিয়মগুলো ক্রমাগত সংশোধন করা হতে থাকে, যতক্ষণ না অবশেষে ২০১৮ সালে ২০১৩ সালের আইনের ৪৩৪ ধারাটি নিজেই প্রতিস্থাপিত হয় এবং একটি শর্ত যুক্ত করা হয় যার মাধ্যমে উচ্চ আদালতে বিচারাধীন সেইসব অবসায়ন পিটিশন যেখানে নোটিশ জারি করা হয়েছে, সেখানেও যেকোনো ব্যক্তি উক্ত আবেদনগুলো ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরের জন্য আবেদন করতে পারেন, যা উচ্চ আদালত দ্বারা স্থানান্তরিত হবে এবং বিধির অধীনে দেউলিয়া আবেদন হিসেবে গণ্য হবে – আপিল ট্রাইব্যুনালের যুক্তি সঠিক নয় কারণ বর্তমান সমস্যার প্রেক্ষিতে বিধির ১১ ধারার উল্লেখ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক – তবে, আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত চূড়ান্ত আদেশে হস্তক্ষেপ করা হয়নি কারণ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত ১ নম্বর প্রতিবাদীর আবেদনটি একটি স্বাধীন আইনি প্রক্রিয়া যা বিধির বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তিযোগ্য-

যাইহোক, আবেদনকারীকে ২০১৩ সালের আইনের (২০১৮ সালে যুক্ত) 's.৪৩৪'-এর বিধানের অধীনে আবেদন করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, যাতে হাইকোর্টের সামনে বিচারাধীন পরিসমাপ্তি প্রক্রিয়াটি এনসিএলটি-তে স্থানান্তরিত করা যায়, যা তখন কোড-কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৫৬-ধারা .৪৩৩' (ই)-কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-'কোম্পানিজ (ট্রান্সফার অফ পেন্ডিং প্রসেডিংস) রুলস, ২০১৬--কোম্পানিজ (ট্রান্সফার অফ পেন্ডিং প্রসেডিংস) সেকেন্ড অ্যামেন্ডমেন্ট রুলস, ২০১৭-কোম্পানিজ (কোর্ট) রুলস,' ১৯৫৯rr.২৬ 'এবং ২৭-এর অধীনে প্রক্রিয়া হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

কোম্পানি (আদালত) বিধিমালা, ১৯৫৯-বিধি.২৬ এবং ২৭-এর অধীনে বিজ্ঞপ্তি-প্রাক-ভর্তি বা ভর্তির পরে-অনুষ্ঠিতঃ বিধি ২৬ এবং ২৭ স্পষ্টভাবে একটি প্রাক-ভর্তির পরিস্থিতি উল্লেখ করে যা স্পষ্ট করে যে আর. ২৭-এর সাথে সংযুক্ত ফর্ম নং ৬-এ থাকা নোটিশটি শুনানির তারিখের কমপক্ষে ১৪ দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে-অতএব, ফর্ম নং ৬-এ "গৃহীত হয়েছিল" অভিব্যক্তিটির অর্থ কেবল এই যে অবসানের পিটিশনে নোটিশ জারি করা হয়েছে যা তখন একটি নির্দিষ্ট দিনে "কোম্পানি বিচারকের সামনে শুনানির জন্য স্থির করা হয়"।

আপিল নিষ্পত্তি করে, আদালত দ্বারা

বলেঃ ১.১ বিধি ২৬ এবং ২৭, কোম্পানি (আদালত) বিধি, ১৯৫৯ স্পষ্টভাবে একটি প্রাক-ভর্তির দৃশ্যের উল্লেখ করে যা বিধি ২৬ এবং ২৭-এর একটি সরল পাঠ থেকে স্পষ্ট হয়, যা স্পষ্ট করে দেয় যে ফর্ম নং ৬-এ থাকা নোটিশটি শুনানির তারিখের কমপক্ষে ১৪ দিন আগে কার্যকর করতে হবে। অতএব, ফর্ম নং ৬-এ "গৃহীত হয়েছিল" অভিব্যক্তিটির অর্থ কেবল এই যে অবসানের পিটিশনে নোটিশ জারি করা হয়েছে যা তখন একটি নির্দিষ্ট দিনে "কোম্পানি বিচারকের সামনে শুনানির জন্য স্থির করা হয়েছিল"। এইভাবে, সরবশ্রি এম. কে. মাদ্রাজ হাইকোর্টের দৃষ্টিভঙ্গি। অ্যান্ড সন্স ইঞ্জিনিয়ারিং মামলা ১এস স্পষ্টভাবে ভুল যেখানে বোম্বে হাইকোর্টের দৃষ্টিভঙ্গি অশোক কমার্শিয়াল এন্টারপ্রাইজ মামলায় আইনে সঠিক। [আনুচ্ছেদ ১৬][৪৮৯-এ-বি]

১.২ প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে, যখন ইনসল্ভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড, ২০১৬ (কোড) প্রণয়ন করা হয়েছিল, তখন শুধুমাত্র অবসানের আবেদনগুলি, যেখানে কোম্পানি (আদালত) বিধিমালা ২৬-এর অধীনে কোনও নোটিশ জারি করা হয়নি, এন. সি. এল. টি-তে স্থানান্তরিত করা হবে এবং কোডের অধীনে পিটিশন হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে, কোডটি কার্যকর হওয়ার পরে, সরকার বুঝতে পেরেছিল যে হাইকোর্টের পাশাপাশি কোডের বিচারকারী কর্তৃপক্ষের সামনে সমান্তরাল কার্যধারা কোড দ্বারা অর্জন করা উদ্দেশ্যকে নষ্ট করে দেবে, যা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাদের পুনরুজ্জীবিত করার জন্য।

এই উদ্দেশ্য অনুসারে, বিধিগুলি সংশোধন করা হতে থাকে, যতক্ষণ না শেষ পর্যন্ত ২০১৮ সালে ধারা ৪৩৪ নিজেই প্রতিস্থাপিত হয়, যেখানে একটি বিধান যুক্ত করা হয়েছিল যার দ্বারা এমনকি যেখানে নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং যা হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে এমন পিটিশনগুলি সমাপ্ত করার ক্ষেত্রেও যে কোনও ব্যক্তি কোডের অধীনে এনসিএলটিতে এই জাতীয় পিটিশন স্থানান্তরের জন্য আবেদন করতে পারেন, যা তখন হাইকোর্ট দ্বারা বিচারক কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তর করতে হবে এবং কোডের অধীনে একটি দেউলিয়া পিটিশন হিসাবে বিবেচিত হবে। [আনুচ্ছেদ ১৭][৪৮৯-সি-ই]

১.৩ আপিল ট্রাইব্যুনালের যুক্তি সঠিক নয়। কোডের ধারা ১১ নির্দিষ্ট করে যে কোন ব্যক্তিরা এর অধীনে কার্যধারা শুরু করার যোগ্য নয়। এই ধারাটি সীমিত আবেদনের এবং কেবলমাত্র কোনও কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে কোডের ধারা ১০ এর অধীনে একটি পিটিশন শুরু করতে বাধা দেয় যার সম্পর্কে একটি লিকুইডেশন অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এই ধারাটি পড়ার পর থেকে, এটি অনুসরণ করা হয় না যে যতক্ষণ না কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে লিকুইডেশন অর্ডার দেওয়া হয়, ততক্ষণ আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বর্ণিত কোডের ধারা ৭ বা ধারা ৯ এর অধীনে একটি ইনসল্ভেন্সি পিটিশন দায়ের করা যেতে পারে। অতএব, সুপ্রিম কোর্টের সামনে সমস্যার প্রেক্ষাপটে ধারা ১১-এর কোনও উল্লেখ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। তবে, আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত চূড়ান্ত আদেশে হস্তক্ষেপ করা হয় না কারণ এটি স্পষ্ট যে আর্থিক ঋণদাতার আবেদন যা ট্রাইব্যুনাল দ্বারা গৃহীত হয়েছে তা স্পষ্টভাবে একটি স্বাধীন কার্যধারা যা কোডের বিধান অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। [আনুচ্ছেদ ২১, ২২][৪৯১-জি; ৪৯২-সি-ডী]

১.৪ যদিও আপিল খারিজ করার আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না, তবুও আপিলকারীকে কোম্পানি আইনের ৪৩৪ ধারার (২০১৮ সালে যুক্ত) বিধানের অধীনে আবেদন করার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে, যাতে দিল্লি হাইকোর্টের সামনে বিচারাধীন অবসান প্রক্রিয়াটি কোডে স্থানান্তরিত করা যায়। এনসিএলটি, যা তখন কোডের ৯ ধারার অধীনে একটি কার্যধারা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। [আনুচ্ছেদ ২৩][৪৯২-ই-এফ]

পিএসএল লিমিটেড বনাম জোটুন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (২০১৮) ২ এয়ার বম আর ৩৫০-অনুমোদিত।

অশোক কমার্শিয়াল এন্টারপ্রাইজ বনাম পারেখ অ্যালুমিনেক্স লিমিটেড (২০১৭) ৪ বম্ব। সিআর ৬৫৩-সঠিক আইন।

সরবশ্রি এম. কে. অ্যান্ড সন্স ইঞ্জিনিয়ারিং বনাম ইসন রেয়রল লিমিটেড সিপি/৩৬৪/২০১৬-এ মাদ্রাজ হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত ভুল ধারণা ধারণ করেছে।

জয়পুর মেটালস অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যালস এমপ্লয়িজ অর্গানাইজেশন সাধারণ সম্পাদক শ্রী তেজ রাম মীনা বনাম জয়পুর-মেটালস অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেড এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্যদের মাধ্যমে। ২০১৮ (১৫) স্কেল ৮৩৬-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা আইন রেফারেন্স

(২০১৭) ৪ বোম. সিআর ৬৫৩	সঠিক আইন রাখা	অনুচ্ছেদ ১৫
২০১৮ (১৫) স্কেল ৮৩৬	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৭
(২০১৮) ২ এ আই আর বোম আর ৩৫০	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ১৯

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০১৮ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৮১৮ আর ২০১৭ সালের

কোম্পানি আপিল (এটি) (ইনসল্‌ভেন্সি) নং.২০২-এ নয়াদিল্লির জাতীয় কোম্পানি আইন আপিল ট্রাইব্যুনালের ২৩.১১.২০১৭ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে।

শ্রিমতি পূর্তি মারওয়া গুপ্ত, শ্রিমতি হেনা জর্জ, এ. ভেনায়াগম বালান, আইনজীবী আপিলকারী।

সঞ্জীব সেন, শ্রিমতি সৃষ্টি খারে, এস. এস. শ্রফ,আইনজীবী উত্তরদাতার পক্ষে।

আদালতের রায় প্রদান করেন **বিচারপতি, এফ রোহিন্টন এফ নরিমন** . ১. বর্তমান বিষয়টি একটি অপারেশনাল ঋণদাতার ২০১৪ সালে উল্লিখিত ঋণদাতার দায়ের করা একটি পরিসমাপ্তি পিটিশন চালিয়ে যাওয়ার আবেদন থেকে উদ্‌ভূত হয়েছে। এই আপিলের নিষ্পত্তির জন্য প্রাসঙ্গিক তথ্য নিম্নরূপঃ-

২. একটি পরিসমাপ্তি পিটিশন, যা ২০১৪ সালের ৪২ নম্বর, উত্তরদাতা নং ২-কোম্পানির বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টের কাছে ১০.০১.২০১৪-এ দায়ের করা হয়েছিল, (কোম্পানি আইনের ধারা ৪৩৩(ঘ)এর অধীনে) বকেয়া পরিশোধে অক্ষমতার অভিযোগ এনে। এই পিটিশনে নোটিশ জারি করা হয়েছিল, যা দিল্লি হাইকোর্টের ২০.০১.২০১৪ তারিখের একটি আদেশ দ্বারা রেকর্ড করা হয়েছিল। আরও আদেশ যা আপিলকারীর পক্ষে শিক্ষিত আইনজীবী দ্বারা আমাদের কাছে নির্দেশ করা হয়েছে, তাতে বলা হয়েছে যে একটি ঋণ বা দায় রয়েছে যা আসলে স্বীকার করা হয়েছে।

৩. আপীলকারীর আইনজীবী আরও উল্লেখ করেছেন যে কোম্পানি নিজেই অসুস্থ শিল্প কোম্পানি আইন, ১৯৮৫ এর অধীনে ১৪ জুলাই, ২০১৫ এ বোর্ড ফর ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল রিকনস্ট্রাকশন এর কাছে একটি রেফারেন্স করেছিল। আপীলকারীর আইনজীবীর মতে, এই রেফারেন্সটি ১১ ডিসেম্বর, ২০১৬-এ শেষ হয়েছিল। এটিও উল্লেখ করা হয়েছিল যে অন্য একটি পাওনাদার, এসকেএফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, দেউলিয়া এবং দেউলিয়াত্ব কোড, ২০১৬ (কোড) এর ধারা ৯ এর অধীনে উত্তরদাতার নং ২ বিরুদ্ধে একটি আবেদন দায়ের করেছিল। যাইহোক, এই আবেদনটি প্রত্যাহার করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল যাতে এসকেএফ ইন্ডিয়া লিমিটেড বিষয়টিকে হাইকোর্টে নিয়ে যেতে পারে একটি বন্ধের আবেদনে, যেটির পরে কোম্পানি পিটিশন নং ৪২/২০১৪ এর সাথে শুনানি হবে।

৪. এদিকে, একই কর্পোরেট ঋণদাতার আর্থিক ঋণদাতা হিসেবে ১ নম্বর উত্তরদাতা ২০১৭ সালের মে/জুন মাসে কোডের ৭ ধারার অধীনে দায়ের করা একটি দেউলিয়া পিটিশনে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল (এন. সি. এল. টি)-এর দ্বারস্থ হন। এই পিটিশনটি ০৭.০৮.২০১৭ -এ গৃহীত হয়েছিল। উপরোক্ত আদেশের বিরুদ্ধে, আবেদনকারীর দ্বারা একটি আপিল দায়ের করা হয়েছিল যা আপিল ট্রাইব্যুনাল দ্বারা খারিজ করা হয়েছিল, যেখানে কোডের ১১ ধারা উল্লেখ করা হয়েছিল এবং এটি আপিল ট্রাইব্যুনাল দ্বারা রায় দেওয়া হয়েছিল যে যেহেতু হাইকোর্টের কোনও অবসান আদেশ ছিল না, তাই আর্থিক ঋণদাতার আবেদনটি টেকসই হবে, যার ফলস্বরূপ আবেদনকারীর আবেদন খারিজ করা হয়েছে।

৫. আবেদনকারীর পক্ষে উপস্থিত বিদ্বান আইনজীবী "কঠোর পরিশ্রমের সঙ্গে আমাদের নথিভুক্ত করেছেন এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের বিজ্ঞপ্তি সহ কোডটি উল্লেখ করেছেন, যা কোডের ২৩৯ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করে কোম্পানি (বকেয়া কার্যধারার স্থানান্তর) বিধিমালা, ২০১৫ নামে বিধি তৈরি করেছে। তিনি কোডের একাদশ তফসিলে আজ অবধি করা সংশোধনীগুলির কথাও উল্লেখ করেছেন এবং আমাদের সামনে যুক্তি দেখিয়েছেন যে তাঁর দ্বারা উত্থাপিত অবসানের আবেদনটি স্পষ্টতই পূর্বোক্ত বিধিগুলির বিধি ৫-এর আওতায় পড়বে কারণ কোম্পানি (আদালত) বিধিগুলির বিধি ২৬-এর অধীনে নোটিশ কোডটি শুরু হওয়ার অনেক আগে কার্যকর করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে, এই অবসানের আবেদনটি হাইকোর্টের সামনে চালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল এবং তা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া উচিত ছিল। এই যুক্তির প্রয়োজনীয় সঙ্গতি ছিল যে, হাইকোর্টের সামনে অবসানের কার্যক্রম অব্যাহত রাখা উচিত এবং কোডের অধীনে অন্যান্য ঋণদাতাদের দ্বারা দায়ের করা কার্যধারা নয়।

৬. ১ নং উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট প্রবীণ আইনজীবী শ্রী সঞ্জীব সেন এই জমা দেওয়ার বিরোধিতা করেছেন এবং আমাদের সামনে সমস্ত প্রাসঙ্গিক উপাদান, বিধিবদ্ধ এবং অন্যথায় তুলে ধরেছেন, যাতে বলা যায় যে কোডের অধীনে দায়ের করা দেউলিয়া আবেদনের মুখে যদি হাইকোর্টে অবসানের আবেদনগুলি অব্যাহত থাকে তবে কোডের পুরো উদ্দেশ্য হতাশ হয়ে পড়বে। তিনি এই জমা দেওয়ার সমর্থনে আমাদের কিছু রায় এবং বিশেষত কোডের ২৩৮ ধারার কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর মতে, আমাদের কিছু রায়ে যেমন বলা হয়েছে, কোডের ৭ বা ৯ ধারার অধীনে যে কার্যধারা শুরু করা হয়েছিল তা স্বাধীন কার্যধারা, যা কোনও উচ্চ আদালতে বিচারাধীন যে কোনও পরিসমাপ্তি আবেদনের দ্বারা বাধাহীনভাবে তাদের যৌক্তিক উপসংহারে পৌঁছাতে হবে। তাঁর মতে, এটি মনে রাখাও গুরুত্বপূর্ণ যে কোডের মূল উদ্দেশ্য হল কোনও কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাকে জীবনদান করা, যিনি লালচে অবস্থায় রয়েছেন, এবং কেবলমাত্র যদি কোডের বিধান অনুসারে পুনরুজ্জীবন প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করা না যায় তবেই কোডের অধীনে অবলুপ্তি ঘটে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে, এটা স্পষ্ট যে আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় তাঁর যুক্তিযুক্ত ভিত্তিতে বহাল রাখা যেতে পারে এবং তাই আপিল অবশ্যই খারিজ করা উচিত।

৭. এই পর্যায়ে, কোডে অন্তর্ভুক্ত কিছু বিধানের বিজ্ঞাপন দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কোডের ২৫৫ ধারাটি নিম্নরূপঃ

"২৫৫. ২০১৩ সালের ১৮ নং আইনের সংশোধনীঃ-কোম্পানি আইন, পৃ. ২০১৩ একাদশ তফসিলে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে সংশোধন করা হবে।

৮. এই ধারা অনুসরণ করে, সংহিতার একাদশ তফসিল কোম্পানি আইন, ২০১৩-এ বিভিন্ন সংশোধনী এনেছে, যা '০১.১২.২০১৬' থেকে কার্যকর হয়েছে। কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৪৩৪ 'পি' কে নিম্নলিখিতভাবে প্রতিস্থাপিত করা হয়েছে-

৪৩৪. কিছু মুলতুবি কার্যধারা স্থানান্তর.

(১) কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করতে পারে এমন একটি তারিখে, নিম্নলিখিতগুলি ঘটবে:

(ক) কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ১০-ই ধারার উপ-ধারা (১)-এর অধীনে গঠিত কোম্পানি আইন প্রশাসন পর্ষদ (এই ধারায় অতঃপর কোম্পানি আইন পর্ষদ হিসেবে উল্লিখিত)-এর নিকট উক্ত তারিখের ঠিক পূর্ব পর্যন্ত বিচারাধীন সমস্ত বিষয়, কার্যধারা বা মামলাসমূহ ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হবে এবং ট্রাইব্যুনাল এই আইনের বিধানাবলি অনুযায়ী উক্ত বিষয়, কার্যধারা বা মামলাসমূহ নিষ্পত্তি করবে।

(খ) ঘোষিত তারিখের আগে কোম্পানি ল বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত বা আদেশে অসন্তুষ্ট যে কোনো ব্যক্তি উচ্চ আদালতে আপিল করতে পারেন। ব্যক্তিকে সিদ্ধান্ত বা আদেশ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার তারিখ থেকে ষাট দিনের মধ্যে আপিল দায়ের করতে হবে এবং সেই আদেশ থেকে উদ্ভূত যেকোনো আইনি প্রশ্নে এটি করা যেতে পারে।

তবে শর্ত থাকে যে, হাইকোর্ট যদি সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত সময়ের মধ্যে আবেদনকারীকে পর্যাপ্ত কারণে আপিল দায়ের করতে বাধা দেওয়া হয়েছে, তা হলে অনধিক ষাট দিনের মধ্যে তা দায়ের করার অনুমতি দিতে পারে; এবং

(গ) ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের অধীন, সালিসি, আপোষ, ব্যবস্থা এবং পুনর্গঠন এবং কোম্পানিগুলির অবসান সম্পর্কিত কার্যধারা সহ, যে কোনও জেলা আদালত বা হাইকোর্টের সামনে অবিলম্বে মুলতুবি থাকা সমস্ত কার্যধারা ট্রাইবুনেলে স্থানান্তরিত হবে এবং ট্রাইবুনেল তাদের স্থানান্তরের আগে পর্যায় থেকে এই ধরনের কার্যধারা নিয়ে কাজ করতে এগিয়ে যেতে পারেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র কোম্পানিগুলির অবসান সংক্রান্ত কার্যধারা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পর্যায়ে ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হবে।

(২) কেন্দ্রীয় সরকার এই ধারার অধীনে কোম্পানি আইন বোর্ড বা আদালতের কাছে বিচারাধীন সমস্ত বিষয়, কার্যধারা বা মামলাগুলি সময়মতো ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর নিশ্চিত করার জন্য এই আইনের বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ম তৈরি করতে পারে।

৯. ১৭.০৮.২০১৮-এর উপর এবং তার থেকে ধারা ৪৩৪ পুনরায় প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। এবার বিধানটি নিম্নরূপঃ-

৪৩৪. কিছু মুলতুবি কার্যধারার স্থানান্তর-(১) কেন্দ্রীয় সরকার এই বিষয়ে যে তারিখে অবহিত করতে পারে, সেই তারিখে-

(ক) কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ১০-ই-এর উপ-ধারা (১)-এর অধীনে গঠিত কোম্পানি আইন প্রশাসন পর্ষদের (এখানে এই ধারায় কোম্পানি আইন বোর্ড হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) সামনে মুলতুবি থাকা সমস্ত বিষয়, কার্যধারা বা মামলাগুলি, সেই তারিখের অব্যবহিত আগে, ট্রাইবুনেলে স্থানান্তরিত হবে এবং ট্রাইবুনেল এই আইনের বিধান অনুসারে এই বিষয়, কার্যধারা বা মামলাগুলির নিষ্পত্তি করবে;

(খ) এই তারিখের আগে কোম্পানি আইন বোর্ডের কোনও সিদ্ধান্ত বা আদেশে ক্ষুব্ধ যে কোনও ব্যক্তি এই আদেশ থেকে উদ্‌ভূত কোনও আইনি প্রশ্নের বিষয়ে কোম্পানি আইন বোর্ডের সিদ্ধান্ত বা আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে ষাট দিনের মধ্যে হাইকোর্টে আপিল করতে পারেনঃ

তবে শর্ত থাকে যে, হাইকোর্ট যদি সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত সময়ের মধ্যে আপিলকারীকে পর্যাপ্ত কারণে আপিল দায়ের করতে বাধা দেওয়া হয়েছে, তা হলে অনধিক ষাট দিনের মধ্যে তা দায়ের করার অনুমতি দিতে পারে; এবং

(গ) ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের অধীন, সালিসি, আপোষ, ব্যবস্থা এবং পুনর্গঠন এবং কোম্পানিগুলির অবসান সম্পর্কিত কার্যধারা সহ, যে কোনও জেলা আদালত বা হাইকোর্টের সামনে অবিলম্বে মুলতুবি থাকা সমস্ত কার্যধারা ট্রাইবুনেলে স্থানান্তরিত হবে এবং ট্রাইবুনেল তাদের স্থানান্তরের আগে পর্যায় থেকে এই ধরনের কার্যধারা নিয়ে কাজ করতে এগিয়ে যেতে পারেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শুধুমাত্র কোম্পানিগুলির অবসান সংক্রান্ত কার্যধারা কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পর্যায়ে ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরিত হবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, কেবলমাত্র অবসান ব্যতীত অন্যান্য মামলাগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত কার্যধারা, যার জন্য উচ্চ আদালত কার্যধারার অনুমতি বা অন্য কোনও আদেশ সংরক্ষণ করে না, তা ট্রাইবুনেলে স্থানান্তরিত করা হবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে-

(i) কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর অধীনে সমস্ত কার্যধারা, কোম্পানিগুলির অবসান সম্পর্কিত মামলাগুলি ব্যতীত যা এই ধরনের কার্যধারার অনুমতি দেওয়ার জন্য বা অন্যথায় আদেশের জন্য সংরক্ষিত; অথবা

(ii) হাইকোর্ট থেকে স্থানান্তরিত হয়নি এমন সংস্থাগুলির অবসান সম্পর্কিত কার্যধারা; কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এবং কোম্পানি (আদালত) বিধিমালা, ১৯৫৯ অনুসারে মোকাবিলা করা হবেঃ]

আরও শর্ত থাকে যে, কোম্পানি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ৪৮৫-এর উপ-ধারা (১)-এর অধীনে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে সমাধানের নোটিশ দেওয়া হয়েছে এমন কোনও সংস্থার স্বেচ্ছায় অবসানের মামলা সম্পর্কিত কার্যধারা, তবে কোম্পানিটি

২০১৭-র ১লা এপ্রিলের আগে ভেঙে দেওয়া কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এবং কোম্পানি (আদালত) বিধিমালা, ১৯৫৯-এর বিধান অনুযায়ী কাজ করা অব্যাহত থাকবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, ২০১৮ সালের দেউলিয়া বিধি ও দেউলিয়া বিধি (সংশোধনী) অধ্যাদেশের অব্যবহিত পূর্বে যে কোনও আদালতে বিচারাধীন কোম্পানিগুলির অবসান সম্পর্কিত যে কোনও কার্যধারার যে কোনও পক্ষ বা পক্ষ এই জাতীয় কার্যধারা হস্তান্তরের জন্য আবেদন করতে পারে এবং আদালত আদেশের মাধ্যমে এই জাতীয় কার্যধারা ট্রাইবুনেলে স্থানান্তর করতে পারে এবং এইভাবে স্থানান্তরিত কার্যধারাটি ট্রাইবুনেল দ্বারা দেউলিয়া বিধি ও দেউলিয়া বিধির অধীনে কর্পোরেট দেউলিয়া প্রক্রিয়া সমাধান প্রক্রিয়া শুরু করার আবেদন হিসাবে মোকাবিলা করা হবে।

(২) ২০১৬ (২০১৬ সালের ৩১), (২) কেন্দ্রীয় সরকার কোম্পানি আইন বোর্ড বা আদালতের সামনে বিচারাধীন সমস্ত বিষয়, কার্যধারা বা মামলাগুলি এই ধারার অধীনে ট্রাইব্যুনালে সময়োপযোগী স্থানান্তর নিশ্চিত করার জন্য এই আইনের বিধানগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নিয়ম তৈরি করতে পারে।

(জোর দেওয়া হয়েছে।)

১০. যখন কোডটি ০১.১২.২০১৬ থেকে কার্যকর করা হয়েছিল, তখন উভয় তারিখের ০৭.১২.২০১৫ দুটি বিজ্ঞপ্তি তৈরি করা হয়েছিল। প্রথম বিজ্ঞপ্তি, যার শিরোনাম ছিল কোম্পানি (বিচারাধীন কার্যধারার স্থানান্তর) বিধি, ২০১৬ যা নিয়ম ৫-এ নিম্নরূপঃ

৫ ঋণ পরিশোধে অক্ষমতার প্রেক্ষাপটে অবসানের মুলতুবি কার্যক্রম স্থানান্তর-

(১) হাইকোর্টের কাছে বকেয়া ঋণ পরিশোধে অক্ষমতার বিষয়ে আইনের ৪৩৩ ধারার(ঘ)ধারার অধীনে অবসান সম্পর্কিত সমস্ত আবেদন, পি এবং কোম্পানি (আদালত) বিধিমালা, ১৯৫৯-এর ২৬ নং বিধির অধীনে প্রয়োজনীয় হিসাবে উত্তরদাতার উপর আবেদনটি কার্যকর না করা হলে, আঞ্চলিক এখতিয়ার প্রয়োগ করে আইনের ৪১৯ ধারার উপ-ধারা (৪) এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চে স্থানান্তরিত করা হবে এবং এই জাতীয় আবেদনগুলি কোডের ৭,৮ বা ৯ ধারার অধীনে আবেদন হিসাবে বিবেচিত হবে এবং কোডের দ্বিতীয় অংশ অনুসারে * মোকাবিলা করা হবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে আবেদনকারীকে অবশ্যই কোডের ধারা ৭, ৮, বা ৯ এর অধীনে পিটিশনের ভর্তির জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম ৭ এর অধীনে স্থানান্তরিত রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত তথ্য ব্যতীত সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য জমা দিতে হবে।

এতে প্রস্তাবিত দেউলিয়া পেশাদারের বিবরণ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আবেদনকারীকে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ট্রাইব্যুনালে এই তথ্য প্রদান করতে হবে। আবেদনকারী তা করতে ব্যর্থ হলে, আবেদনটি খারিজ হয়ে যাবে।

১১. একই সঙ্গে, একই তারিখে, কোম্পানিগুলি (অসুবিধাগুলি অপসারণ) চতুর্থ আদেশ, ২০১৬ দ্বারা,এর উপ-ধারা ২-এ নিম্নলিখিত আদেশটি স্পষ্ট করা হয়েছিলঃ-

(২) কোম্পানি আইন, ২০১৩-এ, ধারা ৪৩৪-এ, উপ-ধারা (১)-, প্রকরন (গ)-এ, শর্তাবলীর পরে, নিম্নলিখিত শর্তাবলী যুক্ত করা হবে, যথাঃ-"আরও শর্ত থাকে যে-'

' XXX XXX XXX

(ii) কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ এবং কোম্পানি (আদালত) বিধিমালা, ১৯৫৯ এর বিধান অনুসারে মোকাবিলা করা হবে।

১২. কোম্পানি (বকেয়া কার্যধারার হস্তান্তর) দ্বিতীয় সংশোধনী, বিধিমালা, ২০১৭ শিরোনামে ২৯.০৬.২০১৭ তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা, বিধি ৫ নিম্নরূপ প্রতিস্থাপিত হয়েছিলঃ-

(৫) ঋণ পরিশোধে অক্ষমতার ভিত্তিতে অবসানের মুলতুবি কার্যক্রমের স্থানান্তর-(১) হাইকোর্টের কাছে বকেয়া ঋণ পরিশোধে অক্ষমতার কারণে আইনের ৪৩৩ ধারার(ঘ)ধারার অধীনে কোনও সংস্থার অবসান সম্পর্কিত সমস্ত পিটিশন, এবং যেখানে কোম্পানি (আদালত) বিধিমালা, ১৯৫৯-এর বিধি ২৬-এর অধীনে উত্তরদাতার বিরুদ্ধে পিটিশনটি কার্যকর করা হয়নি, তা কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৪১৯-এর উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে প্রতিষ্ঠিত ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চে স্থানান্তরিত করা হবে, যা কোডের অংশ ১-এর অধীনে এফ আঞ্চলিক এখতিয়ার প্রয়োগ করেঃ

শর্ত থাকে যে, আবেদনকারী ২০১৭ সালের ১৫ই জুলাই পর্যন্ত প্রস্তাবিত দেউলিয়া পেশাদারের বিবরণ সহ, কোডের ৭,৮ বা ৯ ধারার অধীনে পিটিশন গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় নিয়ম ৭ অনুসারে হস্তান্তরিত রেকর্ডের অংশ গঠনকারী তথ্য ব্যতীত সমস্ত তথ্য জমা দেবেন, যা ব্যর্থ হলে পিটিশনটি বাতিল হয়ে যাবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, আবেদনের যে কোনও পক্ষ বা পক্ষ ২০১৭ সালের ১৫ই জুলাইয়ের পরে নতুন করে আবেদন করার যোগ্য হবে

কোডের ৭ বা ৮ বা ৯ ধারার অধীনে, ক্ষেত্রে, কোডের বিধান অনুসারেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, যদি কোনও সংস্থার অবসান সংক্রান্ত কোনও আবেদন এই নিয়মের অধীনে ট্রাইবুনেলে স্থানান্তরিত না করা হয় এবং উচ্চ আদালতে থেকে যায় এবং যেখানে আইনের ৪৩৩ ধারার(ঘ)প্রকরন অধীনে একই সংস্থার বিরুদ্ধে অবসানের জন্য অন্য কোনও আবেদন ১৫ ডিসেম্বর, ২০১৬ পর্যন্ত বিচারাধীন থাকে, সেখানে এই ধরনের অন্য কোনও আবেদন ট্রাইবুনেলে স্থানান্তরিত করা হবে না, এমনকি যদি আবেদনটি উত্তরদাতার উপর প্রয়োগ না করা হয়।

১৩. কোম্পানি (আদালত) বিধিমালা, ১৯৫৯-এর ২৬ ও ২৭ নং বিধিমালা নিম্নরূপঃ

"বিধি ২৬. পিটিশনের পরিষেবা-প্রতিটি পিটিশন পিটিশনে নাম থাকা বিবাদী, যদি থাকে, এবং আইন বা এই বিধিমালা অনুযায়ী বিচারক বা রেজিস্ট্রার নির্দেশ দিতে পারেন এমন অন্যান্য ব্যক্তিদের উপর প্রয়োগ করা হবে। অন্যথায় আদেশ না দেওয়া হলে, পিটিশনের একটি অনুলিপি পিটিশনের নোটিশের সাথে সরবরাহ করা হবে।-

বিধি ২৭. পিটিশনের বিজ্ঞপ্তি এবং পরিষেবার সময়-যে কোনও ব্যক্তির উপর প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি পিটিশনের বিজ্ঞপ্তি ফর্ম নং ৬, এবং আদালত কর্তৃক অন্যথায় আদেশ না দেওয়া হলে বা এই বিধিমালা দ্বারা বিধান না করা হলে শুনানির তারিখের কমপক্ষে ১৪ দিন আগে তা কার্যকর করা হবে। তবে শর্ত থাকে যে, আইন দ্বারা বা এই বিধিমালা অনুযায়ী যখন কেন্দ্রীয় সরকারকে এই নোটিশ প্রদান করতে হবে, তখন আদালত কর্তৃক অন্যথায় আদেশ না দেওয়া হলে তা শুনানির তারিখের কমপক্ষে ২৮ দিন আগে কার্যকর করা হবে।

ফর্ম নং ৬ বিধি ২৭-এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে যা নিম্নরূপঃ

"ফর্ম নং ৬

(নিয়ম ২৭ দেখুন)।

ফর্ম নং ১-এর মতো শিরোনাম]

কোম্পানির পিটিশন নং.....১৯

পিটিশনের নোটিস

নোটিশ নিন যে ধারার অধীন একটি পিটিশন..... এর কোম্পানি আইন, ১৯৫৬, জন্য ..... দ্বারা উপস্থাপিত ..... উপর ..... দিন

..... ১৯..... উপর ভর্তি করা হয়
..... দিন .....১৯ ..... এবং যে
তিনি বলেন, আবেদনটি কোম্পানি জজের সামনে শুনানির জন্য ধার্য রয়েছে
..... দিন ..... ১৯..... যদি আপনি
শুনানিতে পিটিশনকে সমর্থন বা বিরোধিতা করতে চান, আপনার উচিত
আমাকে লিখিতভাবে নোটিশ দিন যাতে পরে আমার কাছে না পৌঁছায়
চেয়ে..... শুনানির জন্য নির্ধারিত তারিখের দিন আগে
দরখাস্ত, এবং ব্যক্তিগতভাবে বা আপনার দ্বারা শুনানিতে উপস্থিত হন
উকিল বিরোধিতা করতে চাইলে পিটিশনের কারণ হিসেবে

তারিখ..... (এসডি/-)..... নাম.....
(উকিল
আবেদনকারীর জন্য)
ঠিকানা:
[এই নোটিশটি ..... এর আগে বা তার আগে দেওয়া উচিত।
দিন .....১৯.....]

দ্রষ্টব্যঃ যেখানে পিটিশনে নাম থাকা কোনও উত্তরদাতার কাছে নোটিশটি রয়েছে, সেখানে নোটিশ সহ পিটিশনের একটি অনুলিপি তাকে সরবরাহ করা উচিত।

১৫. শ্রী সেন আমাদের নির্দেশ করেন যে, উপরোক্ত নিয়মগুলির ব্যাখ্যায় মতপার্থক্য রয়েছে। অশোক কমার্শিয়াল এন্টারপ্রাইজ বনাম পারেখ অ্যালুমিনেক্স লিমিটেড (২০১৭) ৪ বম্ব মামলায় বোম্বে হাইকোর্ট বলেছে যে, ২৬ নং নিয়মে উল্লিখিত নোটিশটি একটি প্রাক-ভর্তির নোটিশ ছিল এবং তাই বলা হয়েছে যে, যে সমস্ত সমাপনী পিটিশন যেখানে প্রাক-ভর্তির নোটিশ জারি করা হয়েছিল এবং উত্তরদাতার উপর জারি করা হয়েছিল, সেগুলি হাইকোর্টে বহাল থাকবে। অন্যদিকে, মাদ্রাজ হাইকোর্ট সরবশ্রি এম. কে. অ্যান্ড সন্স ইঞ্জিনিয়ারিং বনাম ইসন রিভ্রোল লিমিটেড মামলায়। সিপি/৩৬৪/২০১৬-এ বলা হয়েছে যে, বিধি ২৬ ১-এর অধীনে নোটিশটি অবসানের আবেদনের গ্রহণ-পরবর্তী অবস্থানের জন্য উল্লেখযোগ্য এবং তদনুসারে বলা হয়েছে যে কেবলমাত্র সেই আবেদনগুলি যেখানে ইতিমধ্যে অবসানের আদেশ দেওয়া হয়েছে সেগুলি উচ্চ আদালতে রাখা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্যে, মাদ্রাজ হাইকোর্ট বিধি ২৭-এর সাথে সংযুক্ত ফর্ম নং ৬-এর উপর দৃঢ়ভাবে নির্ভর করেছিল এবং উক্ত ফর্মটিতে থাকা পিটিশনের নোটিশে "স্বীকার করা হয়েছিল" অভিব্যক্তিটি ঘটেছিল।

১৬. আমরা মনে করি যে বিধি ২৬ এবং ২৭ স্পষ্টভাবে একটি প্রাক/ভর্তি দৃশ্যের উল্লেখ করে যা বিধি ২৬ এবং ২৭-এর একটি সরল পাঠ থেকে স্পষ্ট, যা এটি স্পষ্ট করে দেয় যে ফর্ম নং ৬-এ থাকা নোটিশটি শুনানির তারিখের আগে কমপক্ষে ১৪ দিনের মধ্যে কার্যকর করতে হবে। অতএব, ফর্ম নং ৬-এ "গৃহীত হয়েছিল" অভিব্যক্তিটির অর্থ কেবল এই যে অবসানের পিটিশনে নোটিশ জারি করা হয়েছে যা তখন একটি নির্দিষ্ট দিনে "কোম্পানি বিচারকের সামনে শুনানির জন্য স্থির করা হয়"। সুতরাং, মাদ্রাজ হাইকোর্ট ১ কে স্পষ্টভাবে ভুল বলে মনে করে যেখানে বোম্বে হাইকোর্ট ১ কে আইনে সঠিক বলে মনে করে।

১৭. আইনের ফলস্বরূপ, যখন কোডটি কার্যকর করা হয়েছিল, তখন প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে, শুধুমাত্র অবসানের আবেদনগুলি, যেখানে কোম্পানি (আদালত) বিধির নিয়ম ২৬-এর অধীনে কোনও নোটিশ জারি করা হয়নি, এনসিএলটি-তে স্থানান্তরিত করা হবে এবং কোডের অধীনে পিটিশন হিসাবে বিবেচিত হবে। তবে, কোডটি কার্যকর হওয়ার পরে, সরকার বুঝতে পেরেছিল যে হাইকোর্টের পাশাপাশি কোডের বিচারক কর্তৃপক্ষের সামনে সমান্তরাল কার্যধারা ৪৮৯ ই কোড দ্বারা অর্জনের লক্ষ্যে বাধা সৃষ্টি করবে, যা কর্পোরেট ঋণগ্রহীতাদের পুনরুজ্জীবিত করা, যারা লাল অবস্থায় রয়েছে। এই উদ্দেশ্য অনুসারে, বিধিগুলি সংশোধন করা হতে থাকে, যতক্ষণ না অবশেষে ২০১৮ সালে ধারা ৪৩৪ নিজেই প্রতিস্থাপিত হয়, যেখানে একটি বিধান যুক্ত করা হয়েছিল যার দ্বারা এমনকি যেখানে নোটিশ দেওয়া হয়েছে এবং যা হাইকোর্টে বিচারাধীন রয়েছে এমন পিটিশনগুলি সমাপ্ত করার ক্ষেত্রেও, যে কোনও ব্যক্তি কোডের অধীনে এনসিএলটি-তে এই জাতীয় পিটিশন স্থানান্তরের জন্য আবেদন করতে পারেন, যা তখন হাইকোর্ট দ্বারা বিচারক কর্তৃপক্ষের কাছে স্থানান্তর করতে হবে এবং কোডের অধীনে একটি দেউলিয়া পিটিশন হিসাবে বিবেচিত হবে। এই সংবিধিবদ্ধ প্রকল্পটি উল্লেখ করা হয়েছে, যদিও এস. আই. সি. এ-র ২০ ধারার প্রেক্ষাপটে, আমাদের রায়ে যা সাধারণ সম্পাদক মিঃ তেই রাম মীনা বনাম জয়পুর মেটালস অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যালস লিমিটেডের মাধ্যমে ১ এন জয়পুর মেটালস অ্যান্ড ইলেকট্রিক্যালস এমপ্লয়িজ অর্গানাইজেশন রয়েছে।

১৮. উপরোক্ত বিধিবদ্ধ পরিকল্পনার উল্লেখ করার পর, এই আদালত রায় দেয়ঃ

> "১৭. যাইহোক, এটি বিষয়টি শেষ করে না। এটা স্পষ্ট যে ৩ নং উত্তরদাতা কোডের অধীনে ১১.০১.২০১৮-এ একটি ধারা ৭ আবেদন করেছেন, যার ভিত্তিতে এনসিএলটি দ্বারা ১৩.০৪.২০১৮-এ এই ধরনের আবেদন গ্রহণ করে একটি আদেশ পাস করা হয়েছে। এই কার্যধারাটি একটি স্বাধীন কার্যধারা যার স্থানান্তরের সাথে কোনও সম্পর্ক নেই

হাইকোর্টের কাছে মুলতুবি থাকা অবসানের কার্যধারা। কোডের ৭ নং ধারার অধীনে অবসানের আদেশ পাস করার আগে যে কোনও সময় ৩ নং উত্তরদাতার জন্য এটি উন্মুক্ত ছিল। কোডের ২৩৮ নং ধারার সাথে ৭ নং ধারার পাঠ থেকে এটি স্পষ্ট হয় যা নিম্নরূপঃ

২৩৮. অন্যান্য আইনকে অগ্রাহ্য করার জন্য এই কোডের বিধানাবলী-এই কোডের বিধানাবলী কার্যকর হবে, আপাততঃ বলবৎ অন্য কোনও আইনে বা এই জাতীয় কোনও আইনের কারণে কার্যকর কোনও নথিতে অসঙ্গতিপূর্ণ যাই হোক না কেন।

১৮. শ্রী দাভের যুক্তি যে, যেহেতু কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৪৩৪ কোডের একাদশ তফসিল দ্বারা সংশোধিত হয়েছে, সংশোধিত ধারা ৪৩৪-কে অবশ্যই কোডের অংশ হিসাবে পড়তে হবে এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর অংশ হিসাবে নয়, এই কারণে অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করতে হবে যে, যদিও কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ৪৩৪ কোডের একাদশ তফসিল দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে, তবুও ধারা ৪৩৪, প্রতিস্থাপিত হিসাবে, শুধুমাত্র কোম্পানি আইন, ২০১৩-এ উপস্থিত হয় এবং সেই আইনের অংশ এবং অংশ। এটি তাই, যদি ধারা ৪৩৪ প্রতিস্থাপিত হিসাবে এবং কোডের বিধানগুলির মধ্যে কোনও অসঙ্গতি থাকে, তবে পরেরটি অবশ্যই প্রাধান্য পাবে। আমাদের অভিমত হল যে, অ্যালকেমিস্ট অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি লিমিটেড নামে একজন সুরক্ষিত আর্থিক ঋণদাতার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন কার্যধারায় এন. সি. এল. টি কোডের ধারা ২৩৮ প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে একেবারে সঠিক ছিল। এই ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট কীভাবে রায় দিতে পারত যে এন. সি. এল. টি-র সামনে কার্যধারা এখতিয়ারহীন ছিল। এই কারণে, হাইকোর্টের রায়টি বাতিল করতে হবে। এন. সি. এল. টি-র কার্যধারা এখন যে পর্যায় থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে সেই পর্যায় থেকে অব্যাহত থাকবে। স্পষ্টতই, কোডের ধারা ২৩৮-এর পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্টে বিচারাধীন কোম্পানির আবেদনটি আর এগিয়ে নেওয়া যাবে না। হাইকোর্টের কাছে যে রিট পিটিশনগুলি বিচারাধীন রয়েছে সেগুলিও এই তথ্যের আলোকে নিষ্পত্তি করতে হবে যে কোডের অধীনে কার্যধারা অবশ্যই তাদের পুরো প্রক্রিয়াটি পরিচালনা করতে হবে। অতএব, আমরা আপিলের অনুমতি দিই এবং হাইকোর্টের রায়কে বাতিল করে দিই।

১৯. মিঃ সেন আমাদের বোম্বে হাইকোর্টের বিদ্বান একক বিচারকের একটি রায়ের দিকেও উল্লেখ করেছেন, পিএসএল লিমিটেডের ২এআইআর বম আর ৩৫০-তে রিপোর্ট করেছেন। লার্নড সিঙ্গেল জজ, কোডের স্ব-একই বিধান এবং তার অধীনে তৈরি অধস্তন আইন উল্লেখ করার পরে, নিম্নরূপ রায় দিয়েছেনঃ-

> ৯৩. নোটিশ পরবর্তী অবসানের আবেদনগুলি কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ দ্বারা পরিচালিত/পরিচালিত হতে থাকে, এর একমাত্র অর্থ হল-যে কার্যধারাগুলির ক্ষেত্রে এটি কোম্পানি আইন, ১৯৫৬ হবে যা প্রযোজ্য হবে। যাইহোক, এর অর্থ এই নয় যে ১এফ, ১এন একটি নোটিশ-পরবর্তী সমাপ্তির পিটিশন আইবিসির অধীনে একটি নতুন কার্যধারা দায়ের করা হয়, এবং যেখানে আইবিসির ১৪ ধারার অধীনে সহ এনসিএলটি দ্বারা আদেশ পাস করা হয়, আইবিসির অধীনে প্রদত্ত পরিণতি পোস্ট নোটিশ-কার্যধারার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না, তাদের পর্যায় যাই হোক না কেন।
>
> xxx xxx xxx
>
> ৯৮. উপরন্তু, এই অন্তর্বর্তীকালীন বিধানটি আই. বি. সি-র অধীনে কোনও ব্যক্তির জন্য উপলব্ধ প্রতিকারকে কোনওভাবেই প্রভাবিত করতে পারে না, যে সংস্থার বিরুদ্ধে একটি অবসান পিটিশন দায়ের করা হয়েছে এবং হাইকোর্টে রাখা হয়েছে, কারণ এটি আই. বি. সি-কে এমনভাবে বিবেচনা করার সমান হবে যেন এটি সংবিধির বইয়ে বিদ্যমান ছিল না এবং ব্যক্তিদের নতুন আইনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করবে। এটি আই. বি. সি-র সরল ভাষার বিপরীত। যদি আবেদনকারীর যুক্তিগুলি গ্রহণ করা হয়, তবে এর অর্থ হবে যে সংস্থাগুলির ক্ষেত্রে, যেখানে একটি পোস্ট নোটিশ সমাপ্তির পিটিশন গ্রহণ করা হয় বা অস্থায়ী লিকুইডেটর নিযুক্ত করা হয়, আইবিসির বিধানগুলি আগামী সময়ের জন্য এই জাতীয় সংস্থাগুলিতে কখনই প্রযোজ্য হতে পারে না।
>
> xxx xxx xxx

১০০. নোটিশ প্রদানের পরবর্তী অবসায়ন প্রক্রিয়াগুলো ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী "পরিচালনা" করতে হবে—কেবল এই তথ্যের ভিত্তিতেই দেউলিয়া এবং ঋণখেলাপি বিধির (আইবিসি) অধীনে বৈধভাবে শুরু হওয়া কার্যধারার ওপর উক্ত বিধির সাধারণ প্রয়োগযোগ্যতা বাধাগ্রস্ত হয় না, [অথবা] এর অর্থ এমনও নয় যে এই ধরনের কার্যধারা স্থগিত রাখা যাবে।

২০. এই রায়টি বোম্বে উচ্চ আদালতের একটি বিভাগীয় বেঞ্চ দ্বারা বহাল রাখা হয়েছিল। আমরা অবিলম্বে যোগ করতে পারি যে, এই রায়ে ঘোষিত আইনের প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।

২১. ফলস্বরূপ, অবস্থানটি হল যে আমরা আবেদনকারীর পক্ষে বিদ্বান পরামর্শদাতার সাথে একমত যে আপিল ট্রাইব্যুনালের যুক্তি সঠিক নয়। কোডের ১১ নং ধারায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে যে কোন ব্যক্তিরা এর অধীনে কার্যধারা শুরু করার যোগ্য নন। বিশেষত, ধারা ১১ (ডি) নিম্নরূপ পড়েঃ

> ১১. আবেদন করার অধিকারী নয় এমন ব্যক্তিরা নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা পুনঃপ্রক্রিয়া শুরু করার জন্য আবেদন করার অধিকারী হবেন না

এই অধ্যায়ের অধীনে কর্পোরেট ইনসল্‌ভেন্সি রেজোলিউশন প্রক্রিয়া, যথাঃ-

XXX XXX XXX

(ঘ) একজন কর্পোরেট ঋণগ্রহীতা যার ক্ষেত্রে একটি অবলুপ্তির আদেশ দেওয়া হয়েছে।

ব্যাখ্যা-এই ধারার উদ্দেশ্যে, একজন কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার মধ্যে এই ধরনের কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার ক্ষেত্রে একজন কর্পোরেট আবেদনকারী অন্তর্ভুক্ত থাকে।

২২. এই ধারাটি সীমিত প্রয়োগের এবং শুধুমাত্র কোনও কর্পোরেট ঋণগ্রাহককে কোডের ১০ ধারার অধীনে একটি পিটিশন শুরু করতে বাধা দেয়-যার সম্পর্কে একটি লিকুইডেশন অর্ডার করা হয়েছে। এই ধারাটি পড়া থেকে, এটি অনুসরণ করা হয় না যে কর্পোরেট ঋণদাতার বিরুদ্ধে লিকুইডেশন অর্ডার না করা পর্যন্ত, ধারা ৭ বা ধারা ৯ এর অধীনে একটি ইনসল্‌ভেন্সি পিটিশন দায়ের করা যেতে পারে, যা মামলা হিসাবে আপিল ট্রাইব্যুনাল দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অতএব, আমাদের সামনে সমস্যার প্রেক্ষাপটে ধারা ১১-এর কোনও উল্লেখ সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।যাইহোক, আমরা আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক গৃহীত চূড়ান্ত আদেশে হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করি কারণ এটি স্পষ্ট যে আর্থিক ঋণদাতার আবেদন যা ট্রাইব্যুনাল দ্বারা গৃহীত হয়েছে তা স্পষ্টভাবে একটি স্বাধীন কার্যধারা যা কোডের বিধান অনুসারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

২৩. যদিও আমরা আপিল খারিজ করে আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশে হস্তক্ষেপ করছি না, আমরা আমাদের সামনে আপিলকারীকে কোম্পানি আইনের ৪৩৪ ধারার (২০১৮ সালে যুক্ত) বিধানের অধীনে আবেদন করার স্বাধীনতা প্রদান করি, যাতে দিল্লি হাইকোর্টের সামনে বিচারাধীন অবসান প্রক্রিয়াটি এনসিএলটিতে স্থানান্তরিত করা যায়, যা তখন কোডের ৯ ধারার অধীনে কার্যধারা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে।

২৪. এই পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমরা উপরোক্ত আপিল নিষ্পত্তি করি।

দিব্যা পান্ডে আপিল নিষ্পত্তি করা হয়েছে

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Arka Sadhu